প্রিয় বঙ্গবন্ধু

কাইউম পারভেজ

প্রিয় বঙ্গবন্ধু। - সালাম নেবেন। প্রতি বছর এ সময়টাতে আপনার কথা মনে করে গান কবিতা পদ্য গদ্য কিছু একটা লিখি। লিখে ভাল লাগে তাই লিখি। আজও তেমনি লিখতে বসেছি। লিখতে বসে চুপচাপ বসে আছি। আপনার কথা ভাবছি। দেশের কথা ভাবছি যে দেশটাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরের স্বপ্নটা ছিলো আপনার। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার গান আপনার অন্তরে সেখান থেকেই আপনি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন।

আজ মনে হচ্ছে আপনাকে একটা চিঠি লিখি। এই যে যখন চিঠি লিখছি মনে হচ্ছে আপনি আমার সামনে বসে আছেন। সেই কালো মুজিবকোট-কালো পাইপ। আর আমি মনের কথাগুলো বলে যাচ্ছি। পিতা - আজ আপনার তেতাল্লিশতম শাহাদৎ বার্ষিকী। ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট ফজরের আজানের সময় ঘাতকরা আপনাকে স্বপরিবারে হত্যা করেছিলো। সেই থেকে এই আগষ্ট মাসটা যেন জাতির জন্য কাল হয়ে এসেছে ক্ষণে ক্ষণে। এই আগষ্ট মাসেই (২১ শে আগষ্ট) ২০০৪ সালে সেই ঘাতক এবং তাদের উত্তরসূরীরা আপনার কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে আরজেস গ্রেনেড দিয়ে, গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। পারে নি। আল্লাহপাকের রহমত আছে না? আপনার দোয়া আছে না আপনার হাসুর জন্য? ওরা একুশবার চেষ্টা করেছে তাঁর প্রাণ নাশ করতে। আপনার দোয়া তাঁকে ছায়ার মত আগলে রাখে। তাঁর কর্মীরা ভালবাসা দিয়ে তাঁকে আগলে রাখে। আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন কারা আপনার হাসুকে বারবার হত্যা করার চেষ্টা করছে। যারা আপনাকে হত্যা করেছে এবং আপনাকে হত্যার মদদ যুগিয়েছে। সেই তারাই। কেন আপনার মনে নেই কারা আপনাকে হত্যা করেছে। হত্যার নেপথ্যে ইন্দন যুগিয়েছে। বঙ্গভবনে এক দুপুরে আপনি তদানীন্তন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এম আর আখতার মুকুলের সাথে কথা বলছিলেন। খানিকপরে আপনার একজন নিরাপত্তাকর্মী আপনার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে কিছু একটা বলতেই আপনার হাস্যোজ্জল মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। চোয়াল দুটো শক্ত করে আপনি এম আর আখতার মুকুলকে একটু অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে গেলেন। মুকুল দেখলেন পাশের ঘর থেকে আলাপ শেষ করে সেই সময়ের আর্মি ডেপুটি চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বেরিয়ে যাচ্ছেন। আপনি আলাপ শেষে ফিরে এসে মুকুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবীটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন - দ্যাখ তো মুকুল গুলিটা কোথায় লাগবে? কেন আপনি মুকুলকে অমন কথা বললেন? জেনারেল জিয়া কি আপনাকে কোন হুমকী দিয়েছিলো? তার সাথে আলাপে আপনি কী কোন হত্যার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন? নানাভাবে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। হ্যাঁ আপনাকে আপনার গোয়েন্দারা সাবধান করেছিলো। ভারত রাশিয়াসহ অনেক দেশের প্রধান যারা আপনাকে ভালবাসতো শ্রদ্ধা করতো স্বাধীনতার প্রতীক বিবেচনায় শ্রদ্ধা করতো তারাও সাবধান করেছিলো। আপনি কোন কিছুতেই কর্নপাত করেননি। বরং বলেছেন - বাংলার মানুষ আপনাকে মারতে পারে না।

সেই জেনারেলের স্ত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী যার একটা বিশাল উপকার আপনি স্বাধীনতার ঠিক পরপর করেছিলেন। হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু আমি ২০০৪এর ২১ আগষ্টের কথা বলছি। সেই প্রধানমন্ত্রীর ছেলে যুবরাজ নামে খ্যাত যিনি এখন লন্ডনে নির্বাসিত তখন আপনার হন্তারকদের সহযোগিতায় আপনার কন্যা তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো। আপনি শুনে অবাক হবেন আপনার সেই কন্যা যিনি ২০০৮-এ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসে এ যাবৎ টানা তিন টার্ম প্রধানমন্ত্রী হয়েও সেই ২০০৪এর ব্যর্থ হত্যার শাস্তি দিতে পারেন নি। আপনারই তো মেয়ে।

অন্য কেউ হলে প্রতিশোধ নিতে ক্ষমতা পেয়েই ঝুলিয়ে দিতো। তিনি আইনকে তার গতিতে চলতে দিয়েছেন। আজো সেই ২১শে আগষ্টের হত্যাযজ্ঞের বিচারের রায় হয়নি। সেদিন আপনার হাসু বেঁচে গেলেও ২৪ জন নরনারী প্রাণ হারিয়েছেন আর ৩০০-র অধিক মানুষ আহত হয়ে এখনো ধুঁকছেন।

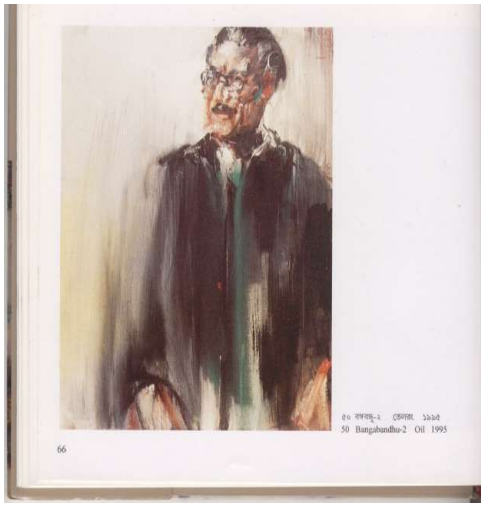

এবারের ১৫ আগষ্টে নাকি যুবরাজের লন্ডন থেকে চলে আসার পুরো পরিকল্পনা ছিলো। তাঁর নামে হত্যা মামলাসহ ডজনখানেক মামলা থাকার কারণে তিনি সহজ সাধারণভাবে আসতে পারবেন না। তাই ভিন্ন পথে হাঁটছেন। তাঁর মা দূর্নীতির দায়ে ছয় মাসের উপরে জেলে কিন্তু তাঁকে জেল থেকে বের করার কোন আন্দোলন দাঁড় করাতে চান না বা পারেন নি। কারণ মা বেরিয়ে এলে তাঁর তো কোন লাভ হচ্ছে না। তিনি তো আর বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। অতএব তিনি পথ খুঁজছেন - এবং একটাই পথ তাঁর সরকার উৎখাত। সেটাও নিজের দল দিয়ে পারছেন না বলেই ভর করছেন অন্যদের উপর। বাংলাদেশে সরকারী চাকরীর জন্য যে কোটা নির্ধারিত তার সংস্কারের দাবীতে যৌক্তিক আন্দোলন শুরু হলো। সরকার ছাত্রদের দাবী মেনে নিয়ে প্রথম পর্যায়ে পুরো কোটা পদ্ধতি বাতিল করে দিলো। এবং পরবর্তীতে এ নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণের জন্য এটি কমিটি করে দিলো যারা আইন আদালতের নির্দেশ মাথায় রেখে সেগুলোর বিহিত করতে চেষ্টা করছেন। যুবরাজ দেখলেন এইতো মহা সুযোগ। কোটা আন্দোলনকারীদের মধ্যে তাঁর ছাত্রদল ঢুকিয়ে দিয়ে আন্দোলন সরকার উৎখাতের দিকে নিয়ে গেলেন। কোটা আন্দেলনকারীরা যখন বুঝতে পারলো তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে তখন তারা সরে গেলো। ছাত্রদল এবং তার জামাত-শিবির বন্ধুরা আর এগোতে পারলো না পুলিশের বাধার সমুখে। যুবরাজের সরকার উৎখাত আন্দেলন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে। শত কোটি টাকা জলে গেলো।

পরবর্তী সুযোগ এসে গেলো সেই আগষ্টের প্রারম্ভেই। রমিজ উদ্দীন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ছাত্রী দিয়া এবং ছাত্র রাজীব বেপরোয়া বাসের চাপায় নিহত হবার পর তাদের সহপাঠীরা দুঃখে শোকে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এলো। এরপর তারা রাস্তার নিয়ন্ত্রণ নিজেরাই নিলো সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে। তারা নিরাপদ সড়ক চায়। সবাইকে দেখিয়ে দিলো কীভাবে সড়ককে নিরাপদ রাখা যায়। ওদের ডাকে ওদের আন্দোলনে ধীরে ধীরে শরিক হতে থাকলো সারা দেশের স্কুল কলেজের কোমলমতি শিশু কিশোররা। ওরা নয় দফা দাবী জানালো নিরাপদ সড়কের জন্য। ওদের দাবী যৌক্তিক বিবেচনায় সরকার সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলেন যতটুকু তৎক্ষনিকভাবে কার্যকর করা যায় তাও করলেন। ওদের দাবী মেনে নিয়ে সরকার ওদের ঘরে ফিরে যেতে বললেন। যুবরাজ দেখলেন এই যে আরেকটা সুযোগ যে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাঁর যুবদলকে ফের নির্দেশ দিলেন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। মিশে যাও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সাথে। স্কুল ছাত্রছাত্রীরা ততক্ষনে ঘরে ফিরে গেছে অধিকাংশ। ছাত্রদল এবার দাড়ি-গোঁফ নিয়ে স্কুল ইউনিফর্মে স্কুল ছাত্র হয়ে গেলো। ওদিকে ফেসবুকে চলছে গুজব আক্রমণ।

বঙ্গবন্ধু আপনার হয়তো ধারণা নেই ফেসবুক সম্পর্কে - এটা একটা ইলেক্ট্রনিক সোস্যাল মিডিয়া এখানে আপনি রাতকে দিন বানিয়ে ফেলতে পারেন। মিথ্যাকে কেঁটে ছেঁটে তরতাজা সত্যও বানিয়ে দিতে পারেন। তো কোমলমতি সেই ছাত্রদের বিভ্রান্ত করার জন্য এবং রাস্তায় রাখার জন্য ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়া হলো ৪ জন ছাত্রকে হত্যা করেছে সরকারী বাহিনী আর কয়েকজন ছাত্রীকে শারিরীক নির্যাতন করা হচ্ছে আপনার আওয়ামী লীগ অফিসে। তাতে করে কিছু সাময়িক উত্তেজনা তৈরী করা গেছে কিন্তু কোন ফয়দা লোটা যায়নি। মজার ব্যাপার কী জানেন বঙ্গবন্ধু আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আপনার আওয়ামী লীগের সমর্থক কিন্তু কখনো আওয়ামী লীগের বিপদ দেখলে তারা নিউট্রাল বা উদারপন্থী হয়ে যান। আবার নিজের কোন স্বার্থও যদি হাসিল না হয় তখনো তাঁরা

নিউট্রাল হয়ে যান। ফেসবুকে দেখলাম তেমন সব মানুষ সত্য-মিথ্যা না বুঝে না জেনে সেইসব মিথ্যা তথ্য - ছবি শেয়ার করছেন জনমত সৃষ্টিতে। ফেসবুকে তখন কী আসেনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশোধ নেয়ার মানসে উন্মুখ হয়ে থাকা জামাত-শিবির আর তাদের দোসর বিএনপি গুজবে ভরা সব তথ্য-ছবি ছড়াচ্ছে। শুনবেন তার দু'একটা নমুনা? একটা গুজব এলো সেনা বাহিনী প্রধানমন্ত্রীকে আলটিমেটাম দিয়েছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে, নইলে সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করবে। এই তথ্যের সাথে প্রাক্তন সেনা প্রধানের ছবি জুড়ে দিয়েছে। আমার ফেসবুক বন্ধু যিনি সেটা শেয়ার করলেন একবার ভেবেও দেখলেন না তিনি কী শেয়ার করছেন। আরেকবন্ধু শেয়ার করেছেন শ্রীলংকার রাস্তার এক ছবি যেখানে একজন সিংহলী একজন তামিলকে প্রকাশ্যে রাস্তায় কুপিয়ে হত্যা করছে। এর ক্যাপশানে লেখা একজন আন্দোলনরত স্কুল ছাত্রীকে ঢাকায় কুপিয়ে হত্যা করছে ছাত্রলীগ। আমার ফেসবুক বন্ধুটি একবারও লক্ষ্য করলেন না ওই ছবিতে আশপাশের মানুষদের চেহারা পরিধান যার সাথে বাংলাদেশের কোন মিল নেই।

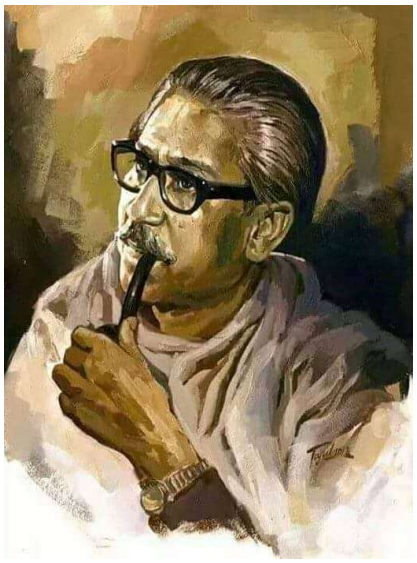

ওদিকে "উত্তরা ষড়যন্ত্রের" মত আরেক ষড়যন্ত্রের বৈঠক বসেছিলো 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" সুজনের কর্ণধার বদিউল আলমের বাসায়। যেখানে নতুন ঘোসেটী বেগম জুটেছিলেন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্ণিকাট। আরো একজন সেখানে ছিলেন যাকে আপনি খুব ভাল করে চেনেন। বঙ্গবন্ধু আপনি কি ফিসফিসিয়ে আমার কানে কানে তাঁর নামটা আগেই বলে দিলেন? তা অবশ্য আপনার চেয়ে তাঁকে আর বেশী কে চেনে? এক প্রবীণ সাংবাদিক অনেক আগে আমাকে একদিন প্রশ্ন করলেন - বলতো কোন জাহাজ পানিতে ডোবার আগে সবচে আগে কে টের পায়? বললাম জাহাজের ক্যাপ্টেন। তিনি বললেন না। সব'চে আগে টের পায় জাহাজের স্থায়ী বাসিন্দা ইঁদুর। তাই জাহাজ ডোবার আগেই সে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। আমাদের ড. কামাল হোসেন হলো সেই ইঁদুর। দেখবে দেশে যখনই কোন গোলযোগ তিনি দেশের বাইরে চলে গেছেন নয়তো নিজের স্বার্থ দেখলে সুবিধামত ফিট হয়ে গেছেন। তো এ আন্দেলনে যুবরাজের টোপ গিলে তিনিও হাজির হয়েছিলেন বদিউল আলমের বাসায় ষড়যন্ত্রের আসরে। তাঁরা সেদিন পরিকল্পনায় ছিলেন শিক্ষার্থীদের এ আন্দেলনে সরকার পতন হলে ৬ আগষ্ট তাঁরা প্রেস ক্লাবে বসে অন্তবর্তীকালীন সরকারের ঘোষণা দেবেন। টোপ অনুয়ায়ী ড. কামাল হোসেন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির শর্তে হবেন সেই অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান। পরে সরকার গঠন হলে তিনি হয়তো দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতিও হতে পারবেন । ড. কামাল হোসেন এর মধ্যে ফিউচার দেখতে পারছেন। বঙ্গবন্ধু - আপনাকে ফিউচারের গল্পটা কী বলেছি কখনো? আজ থাক আরেকদিন না হয় শোনাবো ফিউচারের গল্পটা।

যুবরাজ ভেবেছিলেন এবার সরকার পড়ে যাবেই। তিনি নাকি আজ এই ১৫ই আগষ্টে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। একটা ভাষণও প্রস্তুত ছিলো এবং এদিন থেকেই শুরু হবার কথা তাঁদের গনতন্ত্রের স্বর্ণযুগের (?)। মানুষ এক ভুল কী বার বার করবে? তাঁর নিজস্ব ক্যাডার ছাড়া কেউই সাড়া দেয়নি। কারণ মানুষ তাঁদের গনতন্ত্রের নমুনা, উন্নয়নের নমুনার সাথে পূর্বপরিচিত।

বঙ্গবন্ধু - এই আগষ্ট মাস বাঙালির শোকের মাস দুঃখের মাস হারানোর মাস। এই আগষ্টেই আমরা আপনাকে হারিয়েছি, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথকে হারিয়েছি (৭ আগষ্ট ১৯৪১), জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে হারিয়েছি (২৯ আগষ্ট ১৯৯৬)। এই ভাবগম্ভীর মাসে যুবরাজ অঘটন ঘটাবে কি করে - বিধাতা আছেন না? তবে তিনি হাল ছাড়েন নি। এই আগষ্টে

না পারলেও আগামী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত তিনি আরো দু'একটা চান্স নেবার চেষ্টা করবেনই। তাঁর জন্মদাতা তো বলেই দিয়েছিলেন মানি ইজ নো প্রবলেম। অতএব আপনি আপনার হাসুকে বলে দেবেন তিনি যেন সজাগ থাকেন।

যেখানেই থাকেন - ভাল থাকবেন। করুণাময় আপনার সহায় হোন।